# ফণী মনসা

কাজী নজরুল ইসলাম

BANGLADARSHAN.COM

# প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়

যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়
যায় অতীত
কৃষ্ণ-কায়
যায় অতীত
রক্ত-পায়–
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!

যায় প্রবীণ
চৈতি-বায়
আয় নবীন–
শক্তি আয়!
যায় অতীত্
যায় পতিত্,
‘আয় অতিথ্
আয় রে আয়–’
বৈশাখী-ঝড় সুর হাঁকায়–
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!

ওই রে দিক্–
চক্রে কার
বক্রপথ
ঘুর্-চাকার!
ছুটছে রথ,
চক্র-ঘায়
দিগ্‌বিদিক
মূর্ছা যায়!

BANGLADARSHAN.COM

কোটি রবি শশী ঘুর্-পাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!

ঘোরে গ্রহ তারা পথ-বিভোল,–
‘কাল’-কোলে ‘আজ’ খায় রে দোল!
আজ প্রভাত
আন্‌ছে কায়,
দূর পাহাড়–
চূড় তাকায়।
জয়-কেতন
উড়্‌ছে কার
কিংশুকের
ফুল-শাখায়।
ঘুর্‌ছে রথ,
রথ-চাকায়
রক্ত-লাল
পথ আঁকায়।
জয়-তোরণ
রচ্‌ছে কার
ওই উষার
লাল আভায়,
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর চাকায়।
গর্জে ঘোর
ঝড় তুফান
আয় কঠোর
বর্তমান।
আয় তরুণ
আয় অরুণ
আয় দারুণ

BANGLADARSHAN.COM

দৈন্যতায়!
ভয় কি আয়!
ওই মা অভয়-হাত দেখায়
রামধনুর
লাল শাঁখায়!
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!

বর্ষ-সতী-স্কন্ধে ওই
নাচছে কাল
থৈ তা থৈ

কই সে কই
চক্রধর,
ওই মাথায়
খণ্ড কর্।
শব-মায়ায়
শিব যে যায়
ছিন্ন কর
ওই মায়ায়–
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণনগর, ৩০ চৈত্র, ১৩৩২

# যা শত্রু পরে পরে

রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনও, শুনিস হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর,—মরিবে না কভু মৃত্যু-ঘায়,
তাদের সন্ধ্যা ওই ঘনায়!
চেয়ে দেখ ওই ধূম্র-চূড়
অসন্তোষের মেঘ-গরুড়
সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায়!
ডুবেছে যে পথে রোম গ্রীক প্যারী—সেই পথে যায় অস্ত যায়
ওদের সূর্য!—দেখ্‌বি আয়!

২

অর্ধ পৃথিবী জুড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস,
বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ-রজ্জুপাশ,
আনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস—
তাদের সে লোভ-বহ্নি-শিখ্
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্‌বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরই গৃহ, সাবাস!
যে আগুনে তারা জ্বালাল ধরা তা এনেছে তাদেরই সর্বনাশ!
আপনার গলে আপন ফাঁস!

৩

এবার মাথায় দংশেছে সাপে, তাগা আর কোথা বাঁধ্‌বে বল?
আপনার পোষা নাগিনী তাহার আপনার শিরে দিল ছোবল।
ওঝা ডেকে আর বল কী ফল?
ঘরে আজ তার লেগেছে আগুন,
ভাগাড়ে তাহার পড়েছে শকুন,
রে ভারতবাসী, চল্ রে চল্!
এই বেলা সবে ঘর ছেয়ে নেয়, তোরাই ব'সে কি রবি কেবল?
আসে ঘনঘটা ঝড়-বাদল!

BANGLADARSHAN.COM

৪

ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুসলেমিন!
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন!
ধর্ম-কলহ রাখ্ দুদিন!
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডূষ ফের করিবি কাঁচিয়া,
আসিবে না ফিরে এই সুদিনগ!
বদনা-গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ,
সিংহ যখন পঙ্ক-লীন।

৫

ভায়ে ভায়ে আজ হাতাহাতি করে কাঁচা হাত যদি পাকিয়েছিস্,
শত্রু যখন যায় পরে পরে—নিজের গণ্ডা বাগিয়ে নিস্!
—ভুলে যা ঘরোয়া দ্বন্দ্ব-রিষ।
কলহ করার পাইবি সময়,
এ সুযোগ দাদা হারাবার নয়!
হাতে হাত রাখ্, ফেল্ হাতিয়ার, ফেলে দে বুকের হিংসা-বিষ!
নব-ভারতের এই আশিষ্!

৬

নারদ নারদ! জুতো উল্টে দে! ঝগড়েটে ফল খুঁজিয়া আন।
নখে নখ বাজা! এক চোখ দেখা! দুকাটি বাজিয়ে লাগাও গান!
শত্রুর ঘরে ঢুকেছে বান!
ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া,
রথ্ টেনে আন্ আন্‌রে তাজিয়া,
পূজা দেরে তোরা, দেরে কোরবান!
শত্রুর গোরে গলাগলি কর আবার হিন্দু-মুসলমান!
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান!

কৃষ্ণনগর, আশ্বিন ১৩৩৩

BANGLADARSHAN.COM

# মুক্তিকাম

স্বাগত বঙ্গে মুক্তিকাম!
সুপ্ত বঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম!
শোনাও সাগর-জাগর সিন্ধু-ভৈরবী গান ভয়-হরণ,–
এ যে রে তন্দ্রা, জেগে ওঠ্ তোরা, জেগে ঘুম দেওয়া নয় মরণ!
সপ্ত-কোটি কু-সন্তান তোরা রাখিতে নারিলি সপ্তগ্রাম?
খাস্‌নি মায়ের বুকের রুধির? হালাল খাইয়া হলি হারাম!
মৃত্যু-ভূতকে দেখিলি রে শুধু, দেখিলি না তোরা ভবিষ্যৎ,
অস্ত-আঁধার পার হ'য়ে আসে নিত্য প্রভাতে রবির রথ!
অহোরাত্রিকে দেখেছে যাহারা সন্ধ্যাকে তারা করে না ভয়,
তারা সোজা জানে রাত্রির পরে আবার প্রভাত হবে উদয়।
দিন-কানা তোরা আঁধারের প্যাঁচা, দেখেছিস শুধু মৃত্যু-রাত,
ওরে আঁখি খোল, দেখ তোরও দ্বারে এসেছে জীবন নব-প্রভাত!
মৃত্যুর 'ভয়' মেরেছে তোদেরে, মৃত্যু তোদেরে মারেনি, ভাই!
তোরা ম'রে তাই হয়েছিস ভূত, আলোকের দূত হলিনে তাই!
জীবন থাকিতে 'ম'রে আছি' বলে পড়িয়া আছিস্ মড়া-ঘাটে,
সিন্ধু-শকুন নেমেছে রে তাই তোদের প্রাণের রাজ-পাটে!
রক্ত মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু আছে বাকি,
ওই হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা, 'আজও বেঁচে আছি' বল ডাকি!
জীবনের সাড়া যেই পাবে, ভয়ে সিন্ধু-শকুন পালাবে দূর,
ওই হাড়ে হবে ইন্দ্র-বজ্র, দগ্ধ হবে রে বৃত্রাসুর!
এ মৃতের দেশে, অমৃত-পুত্র, আনিবে কি সেই অমৃত-ঢল–
যাতে প্রাণ পেয়ে মৃত সগরের দেশ এ বঙ্গ হবে সচল?
জ্যান্তে-মরা এ ভীরুর ভারতে চাই নাকো মৃত-সঞ্জীবন,
ক্লীবের জীবন-সুধা আনো, করো ভূতের ভবিষ্যৎ সৃজন!

হুগলী, ২০ পৌষ ১৩৩১

BANGLADARSHAN.COM

# রক্ত-পতাকার গান

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান!...
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান!
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥
শীতের শ্বাসেরে বিদ্রুপ করি ফোটে কুসুম,
নব-বসন্ত-সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ওই দশ-সহস্র বছরেরে হানো মৃত্যু-বাণ
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥

চির বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন,
নহে পুরাতন দাসত্বের ওই বদ্ধ মন,
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান!
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও ঊর্ধ্বে
গাহ রে গান!
লাল নিশান! লাল নিশান!

BANGLADARSHAN.COM

কলিকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৩৪

# শ্রমিক মজুর

ভদ্রসমাজে শ্রমিকের কথা ‘কমিক’ গানের মত
ভব্যের মত মোরা নহি নাকি সু-সভ্য সংযত!
আচারে পোষাকে আমাদের নাই ভদ্রের মত চা’ল,
চা’ল চুলা নাই দারিদ্র্যে দুখে নাচার ও নাজেহাল।
আমাদের বাসা আমাদের ভাষা নিত্য নোংরা, দাদা!
তবুও বলিব, বাহিরে আমরা নোংরা, ভিতরে সাদা!
ভিতরের কালি ঢাকিতে তোমরা পর হ্যাট, প্যাণ্ট, কোট,
শ্রমিকেরে যারা গরু বলে, মোরা তাদেরে বলি “হি-গোট্!”
মজুরের ভাষা বিঁধিবে অঙ্গে খেজুর-কাঁটার মত,
গলা কেটে রস খাও, হবেনাক অঙ্গ কাঁটায় ক্ষত?
যে বাড়ীতে থাক, তার প্রতি ইঁটে রক্ত মাখানো কার?
হৃদয় থাকিলে, দে’খে, বেদনায় কাঁপিয়া উঠিত হাড়!
মজুর তোমার মজুরী করিয়া নজ্‌রাণা কত পায়?
চক্ষে তোমার লজ্জা থাকিলে ম’রে যেতে লজ্জায়!
শ্রমিকের সেবা আছে তোমাদের অণু পরমাণু ঘিরে,
ফসল না যদি ফলাতাম, খে’তে টাকা গিলে নোট ছিঁড়ে?
যদি কাপড় না পরায়ে তোমারে করিতাম মোরা বাবু,
‘পাঁচ আইনে’ পড়ে পুলিশের হাতে হ’তে নাকি তুমি কাবু?
তোমারে কাপড় পরায়ে হয়েছি মোরা ন্যাংটেশ্বর,
মোরা নিরন্ন, বিবস্ত্র, দিয়ে তোমারে ভাত কাপড়!
তোমাদের হাতে শোভা পায় ছাতা, ছড়ি আর হাত-ঘড়ি,
অভাবে ঋণের দায়ে আমাদের হাতে পড়ে হাত-কড়ি!
তোমাদের ঘরে থালা বাটী, মোরা পাইনা কলার পাতা,
নুন নাই ঘরে উনুন ধরেনা, চালে ঘূণ ধরা বাতা।
চরণ-কমল কোমল রেখেছে মোদের হাতের জুতা,
আমাদের পদ কাদা-গদগদ, খায় কাঁকরের গুঁতা।
তোমাদের খাটে মশারি, মাথায় বালিশে কাপাস তুলো,
রাতে আমাদের সাথী ছারপোকা, মশা আর আরশুলো।

BANGLADARSHAN.COM

রাজ-মিস্ত্রিরা রাজ-বাড়ী গড়ে, তোমরা সেখানে রাজা,
আমাদের চালে খড় নাই, একি পারিশ্রমিক সাজা?
আমরা রাজার অস্ত্র গড়িয়া নিরস্ত্র নির্জীব,
উহারা হয়েছে সৈনিক আর আমরা হয়েছি ক্লীব।
লাখ টাকার একপাই দান ক'রে ধনীরা হয়েছে দানী,
পিঁপ্‌ড়েরে দেয় চিনি খেতে আর ক্ষুধিতেরে খেতে পানি!
রচিয়া ধর্ম-শালা অধর্মী ধর্মেরে দেয় গালি,
রামনাম ওরা শেখায় মাখায়ে মানুষেরে চূণ কালি!
আমরাই গড়ি হাতুড়ি, শাবল, বন্দুক, তলোয়ার,
আপনার পানে চেয়ে দেখি, আজ হাতে নাই হাতিয়ার!
যে হস্ত দিয়া হাতিয়ার গড়ি, সে হাত এখনও আছে,
কোথা হ'তে এই অপমান, এই ভয় এল তবে কাছে?
যাহাদের হাতিয়ার গড়ি মোরা তাহাদেরি লাথি খাই,
মোদের রক্ত, প্রাণ দান করি—আমাদেরই নাম নাম!
কেন রহি মোরা বস্তিতে অস্বস্তিতে চিরদিন?
কেন এ অভাব, রোগ, দারিদ্র্য, চিত্ত গ্লানি-মলিন?
শিক্ষা পাইনা, দীক্ষা পাইনা, ক্ষুদ্র কি তাই ব'লে?
মোদের মাঝেও সকলের মত আত্মার জ্যোতি জ্বলে!
নহে আল্লার বিচার এ ভাই, মানুষের অবিচারে
আমাদের এই লাঞ্ছনা, আছি বঞ্চিত অধিকারে।
আমরা মূর্খ বলিয়া বুদ্ধিমান করে প্রতারণা,
দেখেছি নিজের শক্তিকে, আর লাঞ্ছনা সহিব না!
যে হাত হাতুড়ি দিয়া গড়িয়াছি প্রাসাদ হর্ম্যরাজি,
সেই হাত দিয়া বিলাস-কুঞ্জ ধ্বংস করিব আজি!
দেয় নাই ওরা পারিশ্রমিক মজুরের, শ্রমিকের—
যা দিয়েছে, তাহে মেটেনি মোদের ক্ষুধা তৃষা ক্ষণিকের
মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্জি শক্ত কর্;
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর!

BANGLADARSHAN.COM

# জাগর-তূর্য

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী!
অলিখিত যত গল্প-কাহিনী তোরা যে নায়ক তারই॥

শক্তিময়ী সে এক জননীর
স্নেহ-সুত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, মা'র সন্তাপ-হারী॥

নিদ্রোত্থিত কেশরীর মতো
ওঠ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত!
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী॥

ঘুমঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল
দেহ মন বেঁধে করেছে বিকল,
ঝেড়ে ফেল সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির বারি।
উহারা ক'জন? তোরা অগণন সকল শক্তি-ধারী॥

BANGLADARSHAN.COM

কলিকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৩৪

# অশ্বিনীকুমার

আজ যবে প্রভাতের নব যাত্রীদল
ডেকে গেল রাত্রিশেষে, ‘চল্ আগে চল্’,–
‘চল্ আগে চল্’ গাহে ঘুম-জাগা পাখী,
কুয়াশা-মশারি ঠেলে জাগে রক্ত-আঁখি
নবারুণ নব আশা। আজি এই সাথে,
এই নব জাগরণ-আনা নব প্রাতে
তোমারে স্মরিনু বীর প্রাতঃস্মরণীয়!
স্বর্গ হতে এ স্মরণ-প্রীতি অর্ঘ্য নিও!
নিও নিও সপ্তকোটি বাঙালীর তব
অশ্রু-জলে স্মৃতি-পূজা অর্ঘ্য অভিনব!

আজও তারা ক্রীতদাস, আজও বদ্ধ-কর
শৃঙ্খল-বন্ধনে দেব! আজও পরস্পর
করে তারা হানাহানি, ঈর্ষ্যা-অস্ত্রে বুঝি
ছিটায় মনের কালি–নিরস্ত্রের পুঁজি!
মন্দভাষ গাঢ় মসি দিব্য অস্ত্র তার!
‘দুই-সপ্ত কোটি ধৃত খর তরবার’
সে শুধু কেতাবি কথা, আজও সে স্বপন!
সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ন
উদ্‌গারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হল ভূমি!
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহো তুমি!
কে করিবে নমস্কার! হায় যুক্তকর
মুক্ত নাহি হ’ল আজও! বন্ধন-জর্জর
এ কর পারে না দেব ছুঁইতে ললাট!
কে করিবে নমস্কার?
কে করিবে পাঠ
তোমার বন্দনা-গান? রসনা অসাড়!
কথা আছে বাণী নাই ছন্দে নাচে হাড়!

BANGLADARSHAN.COM

ভাষা আছে আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এই জাতিরে নবমন্ত্র দান!
অমৃতের পুত্র কবি অন্নের কাঙাল,
কবি আর ঋষি নয়, প্রাণের অকাল
করিয়াছে হেয় তারে! লেখনী ও কালি
যত না সৃজিছে কাব্য ততোধিক গালি!
কণ্ঠে যার ভাষা আছে অন্তরে সাহস,
সিংহের বিবরে আজ প'ড়ে সে অবশ!
গর্দান করিয়া উঁচু যে পারে গাহিতে
নব জীবনের গান, বন্ধন-রশিতে
চেপে আছে টুঁটি তার! জুলুম-জিঞ্জির
মাংস কেটে ব'সে আছে, হাড়ে খায় চিড়
আর্ত প্রতিধ্বনি তার! কোথা প্রতিকার!
যারা আছে—তারা কিছু না ক'রে নাচার!
নেহারির তোমারে যে শির উঁচু করি,
তাও নাহি পারি, দেব! আইনের ছড়ি,
মারে এসে গুপ্ত চেড়ী। যাইবে কোথায়!
আমার চরণ নহে মম বশে, হায়।

এক ঘর ছাড়ি আর ঘরে যেতে নারি,
মর্দজাতি হয়ে আছে পর্দা-ঘেরা নারী!
এ লাঞ্ছনা, এ পীড়ন, এ আত্মকলহ,
আত্মসুখপরায়ণ পরাবৃত্তি মোহ—
তব বরে দূর হোক! এ জাতির পরে
হে যোগী, তোমার যেন আশীর্বাদ ঝরে!
যে-আত্মচেতনা-বলে যে আত্মবিশ্বাসে
যে-আত্মশ্রদ্ধার জোরে জীবন উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে মরা জাতি বাঁচে,
যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে!

স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আছ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি

BANGLADARSHAN.COM

তব বর, শক্তি তব! জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি!
দিলে ধর্ম, দিলে কর্ম, দিলে ধ্যান জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিল না, দিলে বলিদান
আত্মারে জননী-পদে, হাঁকিলে, "মাভৈঃ!
ভয় নাই, নব দিনমণি ওঠে ওই!
ওরে জড়, ওঠ্ তোরা!" জাগিল না কেউ,
তোমারে লইয়া গেল পারাপারি ঢেউ।

অগ্রে তুমি জেগেছিলে অগ্রজ শহীদ,
তুমি ঋষি, শুভ প্রাতে টুটেছিল নিদ,
তব পথে যাত্রী যারা রাত্রি-দিবা ধরি
ঘুমাল গভীর ঘুম, আজ তারা মরি
বেলাশেষে জাগিয়াছে! সম্মুখে সবার
অনন্ত তমিস্রাঘোর দুর্গম কান্তার!
পশ্চাতে 'অতীত' টানে জড় হিমালয়,
সংশয়ের 'বর্তমান' অগ্রে নাহি হয়,
তোমা-হারা দেখে তারা অন্ধ 'ভবিষ্যৎ',
যাত্রী ভীরু, রাত্রি গুরু, কে দেখাবে পথ!
হে প্রেমিক, তব প্রেম বরিষায় দেশে
এল ঢল বীরভূমি বরিশাল ভেসে।
সেই ঢল সেই জল বিষম তৃষায়
যাচিছে ঊষর বঙ্গ তব কাছে হায়!
পীড়িত এ বঙ্গ তব কাছে হায়!
পীড়িত এ বঙ্গ পথ চাহিছে তোমার,
অসুর নিধনে কবে আসিবে আবার!

হুগলী, মাঘ ১৩৩২

BANGLADARSHAN.COM

# দিল-দরদী

(কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘খাঁচার পাখী’ শীর্ষক করুণ কবিতাটি পড়িয়া)

কে ভাই তুমি সজল গলায়
গাইলে গজল আফ্‌শোশের?
ফাগুন-বনের নিব্‌ল আগুন,
লাগ্‌ল সেথা ছাপ্‌পোষের।

দরদ-ভেজা কান্না-কাতর
ছিন্ন তোমার স্বর শুনে
ইরাণ মুলুক বিরান হল
এমন বাহার-মরশুমে।

সিস্তানের ওই গুল-বাগিচা
গুলিস্তান আর বোস্তানে
সোস্ত হয়ে দখিন হাওয়া
কাঁদ্‌ল সে আফ্‌শোশ-তানে।

BANGLADARSHAN.COM

এ কোন যিগর-পস্তানী সুর?
মস্তানি সব ফুল-বালা
ঝুরল, তাদের নাজুক বুকে
বাজ্‌ল ব্যথার শূল-জ্বালা।

আব্‌ছা মনে পড়্‌ছে, যে দিন
শিরাজ-বাগের গুল ভুলি’
শ্যামল মেয়ের সোহাগ-শ্যামার
শ্যাম হলে ভাই বুল্‌বুলি,–

কালো মেয়ের কাজল চোখের
পাগল চাওয়ার ইঙ্গিতে
মস্ত হয়ে কাঁকন চুড়ির
কিঙ্কিণি রিণ্‌ ঝিন্‌ গীতে।

নাচ্‌লে দেদার দাদ্‌রা তালে,
কার্‌ফাতে, সর্‌ফর্দাতে,–
হঠাৎ তোমার কাঁপ্‌ল গলা
‘খাঁচার পাখী’ ‘গর্বাতে।’

চৈতালীতে বৈকালী সুর গাইলে,
“নিজের নই মালিক,
আফ্‌সে মরি আফ্‌শোশে আহ্‌,
আপ্‌-সে বন্দী বৈতালিক।

কাঁদায় সদাই ঘেরা-টোপের
আঁধার ধাঁধায়, তায় একা,
ব্যথার ডালি একলা সাজাই,
সাথীর আমার নাই দেখা।

অসাড় জীবন, ঝাপ্‌সা দুচোখ
খাঁচার জীবন একটানা।”
অশ্রু আসে, আর কেন ভাই,
ব্যথার ঘায়ে ঘা হানা?

খুব জানি ভাই, ব্যর্থ জীবন
ডুবায় যারা সংগীতেই,
মরম-ব্যথা বুঝতে তাদের
দিল-দরদী সঙ্গী নেই।

জানতে কে চায় গানের পাখী
বিপুল ব্যথার বুক ভরাট,
সবার যখন নওরাতি, হায়,
মোদের তখন দুঃখ-রাত!

ওদের সাথী, মোদের রাতি
শয়ন আনে নয়ন-জল;
গান গেয়ে ভাই ঘামলে কপাল
মুছ্‌তে সে ঘাম নাই অঞ্চল।

BANGLADARSHAN.COM

তাই ভাবি আজ কোন দরদে
পিষ্‌ছে তোমার কল্‌জে-তল?
কার অভাব আজ বাজ্‌ছে বুকে,
কল্‌জে চুঁয়ে গল্‌ছে জল!

কাতর হয়ে পাথর-বুকে
বয় যবে ক্ষীর-সুরধুনী,
হোক্ তা সুধা, খুব জানি ভাই,
সে সুধা ভরপুর-খুনই।

আজ যে তোমার আঁকা-আঁশু
কণ্ঠ ছিঁড়ে উছ্‌লে যায়–
কতই ব্যথায়, ভাবতে যে তা
জান ওঠে ভাই ক'চ্‌লে হায়!

বসন্ত তো কতই এল,
গেল খাঁচার পাশ দিয়ে,
এল অনেক আশ নিয়ে, শেষ
গেল দীঘল-শ্বাস নিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক শারাব খারাব হল,
অনেক সাকীর ভাঙল বুক!
আজ এল কোন দীপান্বিতা?
কার শরমে রাঙ্‌ল মুখ?

কোন দরদী ফিরল? পেলে
কোন হারা-বুক আলিঙ্গন?
আজ যে তোমার হিয়ার রঙে
উঠ্‌ল রেঙে ডালিম্-বন!

যিগর-ছেঁড়া দিগর তোমার
আজ কি এল ঘর ফিরে?
তাই কি এমন কাশ ফুটেছে
তোমার ব্যথার চর ফিরে?

নীড়ের পাখী ম্লান চোখে চায়,
শুন্‌ছে তোমার ছিন্ন সুর;
বেলা-শেষের তান ধরেছে
যখন তোমার দিন দুপুর!

মুক্ত আমি পথিক-পাখী
আনন্দ-গান গাই পথের,
কান্না-হাসির বহ্নি-ঘাতের
বক্ষে আমার চিহ্ন ঢের;

বীণ ছাড়া মোর একলা পথের
প্রাণের দোসর অধিক নাই,
কান্না শুনে হাসি আমি,
আঘাত আমার পথিক-ভাই।

বেদনা-ব্যথা নিত্য সাথী,–
তবু ভাই ওই সিক্ত সুর,
দুচোখ পুরে অশ্রু আনে
উদাস করে চিত্ত-পুর!

ঝাপ্‌সা তোমার দু'চোখ শুনে
সুরাখ্‌ হ'ল কল্‌জেতে,
নীল পাথারের সাঁতার পানি
লাখ চোখে ভাই গ'ল্‌ছে যে!

বাদশা-কবি! সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবই!

কলিকাতা, আশ্বিন ১৩২৮

BANGLADARSHAN.COM

# ইন্দু-প্রয়াণ

(কবি শরদিন্দু রায়ের অকালমৃত্যু উপলক্ষ্যে)

বাঁশীর দেবতা! লভিয়াছ তুমি হাসির অমর-লোক,
হেথা মর-লোকে দুঃখী মানব করিতেছি মোরা শোক!
অমৃত-পাথারে ডুব দিলে তুমি ক্ষীরোদ-শয়ন লভি',
অনৃতের শিশু মোরা কেঁদে বলি, মরিয়াছ তুমি কবি!
হাসির ঝঞ্ঝা লুটায়ে পড়েছে নিদাঘের হাহাকারে,
মোরা কেঁদে বলি, কবি খোয়া গেছে অস্ত-খেয়ার পারে!

আগুন-শিখার মিশেছে তোমার ফাগুন-জাগানো হাসি,
চিতার আগুনে পুড়ে গেছ ভেবে মোরা আঁখি-জলে ভাসি।
অনৃত তোমার যাহা কিছু কবি তাই হয়ে গেছে ছাই,
অমৃত তোমার অবিনাশী যাহা আগুনে তা পুড়ে নাই।
চির-অতৃপ্ত তবু কাঁদি মোরা, ভরে না তাহাতে বুক,
আজ তব বাণী আন্-মুখে শুনি, তুমি নাই, তুমি মূক।

BANGLADARSHAN.COM

অতি-লোভী মোরা পাই না তৃপ্তি সুরভিতে শুধু ভাই,
সুরভির সাথে রূপ-ক্ষুধাতুর ফুলেরও পরশ চাই।
আমরা অনৃত তাই তো অমৃতে ভরে ওঠে নাকো প্রাণ,
চোখে জল আসে দেখিয়া ত্যাগীর আপনা-বিলানো দান।
তরুণের বুকে হে চির-অরুণ ছড়ায়েছ যত লালি,
সেই লালী আজ লালে লাল হয়ে কাঁদে, খালি সব খালি!

কাঁদায়ে গিয়াছ, নবরূপ ধরে হয়তো আসিবে ফিরে,
আসিয়া আবার আধ-গাওয়া গান গাবে গঙ্গারই তীরে,
হয়তো তোমায় চিনিব না, কবি, চিনিব তোমার বাঁশী,
চিনিব তোমার ওই সুর আর চল-চঞ্চল হাসি।
প্রাণের আলাপ আধ-চেনাচেনি দূরে থেকে শুধু সুরে,
এবার হে কবি, করিব পূর্ণ ওই চির-কবি-পুরে।...

ভালই করেছ ডিঙিয়া গিয়াছ নিত্য এ কারাগার,
সত্য যেখানে যায় নাকো বলা, গৃহ নয় সে তোমার।

গিয়াছে যেখানে শাসনে সেখানে নহে নিরুদ্ধ বাণী,
ভক্তের তরে রাখিয়ো সেখানে আধেক আসনখানি।
বন্দী যেখানে শুনিবে তোমার মুক্তবদ্ধ সুর,–
গঙ্গার কূলে চাই আর ভাবি কোথা সেই সুর-পুর!

গণ্ডীর বেড়ী কাটিয়া নিয়াছ অনন্তরূপ টানি,
কারও বুকে আছ মূর্তি ধরিয়া, কারও বুকে আছ বাণী।
সে কি মরিবার? ভাঙি’ অনিত্যে নিত্য নিয়াছ বরি,
ক্ষমা ক’রো কবি, তবু লোভী মোরা শোক করি, কেঁদে মরি।
না-দেখা ভেলায় চড়িয়া হয়তো আজিও সন্ধ্যাবেলা
গঙ্গার কূলে আসিয়া হাসিছ দেখে আমাদের খেলা!

হউক মিথ্যা মায়ার খেলা এ তবুও করিব শোক,
‘শান্তি হউক’ বলি যুগে যুগে ব্যথায় মুছিব চোখ!
আসিবে আবারও নিদাঘ-শেষের বিদায়ের হাহাকার,
শাঙনের ধারা আনিবে স্মরণে ব্যথা-অভিষেক তার।
হাসি নিষ্ঠুর যুগে যুগে মোরা স্নিগ্ধ অশ্রু দিয়া,
হাসির কবিরে ডাকিব গভীরে শোক-ক্রন্দন নিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

বহরমপুর জেল, শ্রাবণ ১৩৩০

# সাবধানী ঘণ্টা

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হতে ওই ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা!
বন্ধু গো, সখা, আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
বন্ধু তোমার; দাও দাদা দাও তব রূপ-মসি ছানি
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি!
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদ্‌গারো সখা বন্ধুর শিরে; তব বুক হোক্ খালি!
সুদূর বন্ধু, দূষিত দৃষ্টি দূর কর, চাহ ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়, সে যে পাঁক ঢালে শিরে!
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদেরই বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি!
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা ক'রে ভালবাসিয়াছ বাঁদরামি!
হে অস্ত্রগুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়কেতু, হলে কুক্কুর-কুরু-নেতা!
ভোগ-নরকের নারকীয় দ্বারে' হইয়াছ তুমি দ্বারী,
হারামানন্দে হেরেমে ঢুকেছ হায় হে ব্রহ্মচারী!
তোমার কৃষ্ণ রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি নেচেছে মরাল কত সহস্র শত,–
কোথা সে দীঘির উচ্ছল জল, কোথা সে কমল রাঙা,
হেরি শুধু কাদা, শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা!
সেই কাদা মাখি চোখে মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর-নাচের ভালুক হয়েছ, হেসে মরি দেখে ঢং।
অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এসো দাদা,
হের আরশিতে–বাঁদরের বেদে করেছে তোমায় খ্যাঁদা!
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি,
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানি!

BANGLADARSHAN.COM

যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভাল, করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক ওই শিখণ্ডী আজ রথের সারথি তব,–
হানো বীর তব বিদ্রুপ-বাণ, সব বুক পেতে লব
ভীষ্মের সম; যদি তাহে শর-শয়নের বর লভি',
তুমি যত বল আমিই সে-রণে জিতিব অস্ত্র-কবি!
তুমি জান, তুমি সম্মুখ রণে পারিবে না পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে,
রক্ত-অসির কৃষ্ণ মসির যে কোনো যুদ্ধে, ভাই,
তুমি নিজে জান তুমি অশক্ত, করিয়াছ শুরু তাই
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা আড়ালে থাকি'
ন্যক্কার-আনা নপুংসকের রথ-সম্মুখে রাখি।
হের সখা আজ চারিদিক হ'তে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি জ্বালায় তোমার পুরানো প্রদাহ-ক্ষত!
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভাল, মোর অপরাধ নহে!
কালীয়-দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে–
তাহার দাহ ত তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জ্বলুনির চোটে। তুমি পাও কোন সুখ?
দগ্ধ-মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি!
শিব সুন্দর সত্য তোমার লভিল একী এ গতি?
যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম
কিনিছ বন্ধু, কেন এত তব হিয়া দগদগি জ্বালা?–
হোলির রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা-মালা?
তোমার গোপন দুর্বলতারে, ছি ছি করে মসীময়
প্রকাশিলে, সখা, এইখানে তব অতি বড় পরাজয়।
শতদল-দলে তুমি যে মরাল শ্বেত-সায়রের জলে।
ওঠ সখা, বীর, ঈর্ষ্যা-পঙ্ক-শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ, নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন।
ওঠ সখা, ওঠ, লহো গো সালাম, বেঁধে দাও হাতে রাখী,
ওই হের শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখী!

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধ হ'য়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ–
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের নিদারুণ বারিবাহ।
দোতালায় বসি উতলা হ'য়ো না শুনি বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কৌরব, এ কাঁদন উঠে নিখিল-মর্ম ছানি।
বিদ্রুপ করি উড়াইবে এই বিদ্রোহ-তেঁতো জ্বালা?
সুরের তোমরা কী করিবে তবু হবে কান ঝালাপালা
অসুরের ভীম অসি-ঝনঝনে, বড় অসোয়াস্তি-কর!
বন্ধু গো, এত ভয় কেন? আছে তোমার আকাশ-ঘর!
অর্গল এঁটে সেথা হতে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ ম'ল? সত্য কি? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি
বারীন ঘোষের দীপান্তর আর মির্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুম্‌কানি,–ছি ছি, এত অসভ্য ও মা,
কেমন করে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখী গো, আমায় ধরো ধরো! মাগো, কত জানে এরা ছল!
সই লো, আমার কাতুকুতু ভাব হয়েছে যে, ঢ'লে পড়ি
আঁচলে জড়ায়ে পা চলে না গো, হাত হ'তে পড়ে ছড়ি!
শ্রমিকের গাঁতি, বিপ্লব-বোমা, আ ম'লো তোমরা মর!
যত সব বাজে বাজখাঁই সুর, মেছুনী-বৃত্তি ধরো!
যারা করে বাজে সুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ওই বোকাদের ইতর ভাষায় গালি দাও খুব ক'রে।
এই ইত্‌রামি, বাঁদরামি-আর্ট্ আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে
হন্যে কুকুর পেট পালো আর হাউ হাউ মর কেঁদে?
এই নোংরামি করে দিন্‌রাত বল আর্টের জয়!
আর্ট্ মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ্ ভ্যাংচানো নয়!

আপনার নাক কেটে দাদা এই পরের যাত্রা ভাঙা
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট্, নাকি-সুর, কান রাঙা!
আর্ট্ ও প্রেমের এই সব মেড়ো মাড়োয়ারী দলই জানে,
কোনো বিদ্রোহ অসন্তোষের রেখা নাই কোনোখানে!
সব ভুয়ো দাদা, ও-সবে দেশের কিছুই হইবেনা'ক,
এমনই করিয়া জুতো খাও আর মলমল-মল মাখ!–

BANGLADARSHAN.COM

জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা তৈরি হতেছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনি একদিনে গেছে ছ'ড়ে!
বন্ধু গো! সখা! আঁখি খোল, খোল শ্রবণ হইতে তুলা,
ওই হের পথে গুর্খা-সেপাই উড়াইয়া যায় ধূলা!
ওই শোন আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার!
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আটশালা হবে ন্যাড়া!
প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনই ঠাঁই,
ভাল নাহি লাগে, ভাল ছেলে হ'য়ে ছেড়ে যাও, মানা নাই!
আমি বলি সখা, জেনে রেখ মনে কোনো বাতায়ন-ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙা সজনিরই মতো হাতছানি দিয়ে ডাকে।
যত বিদ্রুপই করো সখা, তুমি জান এ সত্য-বাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না; কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মতো,
ধরা-মা-র বুকে আমার রক্ত রবে হ'য়ে শাশ্বত!
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস!
ততদিন সখা সকলের সাথে করে নাও পরিহাস!

BANGLADARSHAN.COM

কলিকাতা, কার্তিক ১৩৩২

# বাংলার মহাত্মা

(গান)

আজ  না চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে
ওই  কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ  শব-শ্মশানে শিব নাচে ওই ফুল-ফুটানো পা ফেলে॥

আজ  প্রেম-দ্বারকায় ডেকেছে বান
মরুভূমে জাগ্‌ল তুফান,
দিগ্‌বিদিকে উপচে পড়ে প্রাণ রে!
তুমি  জীবন-দুলাল সব লালে-লাল করলে প্রাণের রং ঢেলে॥

ওই  শ্রাবস্তি-ঢল আস্‌ল নেমে
আজ ভারতের জেরুজালেমে
মুক্তি-পাগল এই প্রেমিকের প্রেমে রে!
ওরে  আজ নদীয়ার শ্যাম নিকুঞ্জে রুক্ষ-অরি রাম খেলে॥

BANGLADARSHAN.COM

ওই  চরকা-চাকায় ঘর্ঘরঘর
শুনি কাহার আসার খবর,
ঢেউ-দোলাতে দোলে সপ্ত সাগর রে!
ওই  পথের ধুলা ডেকেছে আজ সপ্ত কোটি প্রাণ মেলে।

আজ  জাত-বিজাতের বিভেদ ঘুচি,
এক হল ভাই বামুন-মুচি,
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হল শুচি রে!
আয়  এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম বলে–
ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বেলে॥

হুগলী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

# সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ

আজ আষাঢ়-মেঘের কালো কাফনের আড়ালে মু'খানি ঢাকি
আহা কে তুমি জননী কার নাম ধরে বারে বারে যাও ডাকি?
মাগো কর হানি দ্বারে দ্বারে
তুমি কোন হারামণি খুঁজিতে আসিলে ঘুম-সাগরের পারে?
'কই রে সত্য, সত্যেন কই' কাতর কান্না শুধু
গগন-মরুর প্রাঙ্গণে হানে সাহারার হাহা ধুধু!
সত্য অমর, কেঁদো না জননী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-বনে মা, কমল তুলিতে কবি!

ও কে ক্রন্দসী হায় মুরছিয়া পড়ে অশ্রু-সিন্ধুতীরে
গেল সহসা নিশীথে বাণীর হাতের বেয়ালার তার ছিঁড়ে।
আহা, কোন ভিখারিণী এরে
কাহারে হারায়ে নিখিলের দ্বারে ফরিয়াদ করে ফেরে?
সতীর কাঁদনে চোখ খুলে চায় ঊর্ধ্বে অরুন্ধতী,
নিবিড় বেদনা ম্লান করে আনে রবির কনক-জ্যোতি।
সত্য অমর, কাঁদিয়ো না সতী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি!

আজ সারথি হারায়ে বিষাদে অন্ধ ছন্দ-সরস্বতী,
ওগো পুরোহিত-হারা ভারতী-দেউলে বন্ধ পূজা-আরতি
ওরে মৃত্যু-নিষাদ ক্রূর
বিষাদ-শায়ক বিঁধিয়া করেছে বাংলার বুক চুর!
নিভে গেল মঙ্গল-দীপশিখা, বঙ্গবাণীর আলো,
দুলে দশদিকে শুধু দিশেহারা অশ্রু অতল কালো!
'সত্য' অমর! কাঁদিয়া না কবি, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি।

শ্বেত বৈজয়ন্তী উড়ে চলে যায় মৃত্যুরও আগে আগে,
ওরে সে চির-অমর, মৃত্যু আপনি তারই পায়ে প্রাণ মাগে।
তাই ওই বাজে জয়-ভেরী

BANGLADARSHAN.COM

স্বর্গ-দুয়ারে, ওঠে জয়ধ্বনি, ‘জয় সুত অমৃতেরই!’
কাঁদিসনে মাগো, ওই তোর ছেলে মাতা সারদার কোলে
শিশু হয়ে পুনঃ দুধ-হাসি হেসে তোরে ডেকে ডেকে দোলে!
‘সত্য’ অমর, কাঁদিয়ো না কেহ, আসিবে আবার রবি,
মা বীণাপাণির সোহাগ আনিতে স্বর্গে গিয়াছে কবি।

কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩২৯

BANGLADARSHAN.COM

# হেমপ্রভা

কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া
আসিলে আলোক-জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত
হেম-প্রভ হল ধরণী॥

ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
‘ময় ভুখা হুঁ’-র ক্রন্দন-রবে
নাচায়ে তুলিলে ধমণী॥

এসো বাংলার চাঁদ-সুলতানা
বীর-মাতা বীর-জায়া গো॥
তোমাতে পড়েছে সকল কালের
বীর-নারীদের ছায়া গো॥

BANGLADARSHAN.COM

শিত-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া,
তব আগমনে নব-বাংলার
কাটুক আঁধার রজনী॥

মাদারীপুর, ২৯ ফাল্গুন ১৩৩২

# ক্ষুধিত ব্যাঘ্র

ক্ষুধিত অগ্নিময় ব্যাঘ্র আসিয়া
হত্যা করিল তামসী নিশীথিনীরে।
পৃথিবীর অরণ্য বিদীর্ণ করি
সঞ্চারি ফেরে "ডেভিলের" রুধিরে রুধিরে॥
দৈত্য-দানবের চর্বি খেয়ে চিৎকার করে বাঘ: "আয় কে মারবি?"
ছিন্ন করি' সপ্ত আকাশে চিবাইল হিম গিরিরে॥

চামড়া কাম্‌ড়ায়ে অবিদ্যা, কাম ও রতির,
সপ্ত পাতালে ছু'টে যায় হয়ে উগ্র অধীর।
চা'র থাবা মেরে মাটি ফেলে দিল পাথারের তীরে॥

চার-চিল নখর-চঞ্চুতে মাংস ছিঁড়ে খায়,
এ মারি কীসে মারি ব্যাঘ্র চেঁচায়!
অভেদ ও অভিন্ন, অসাম্যে ল্যাজের আছাড়ে
ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র ফেলে দিল কাছাড়ে।
বাপ্ কী নাচা রে।
কাছা ও কোঁচা খুলে গেল বিদ্বেষ ও হিংসায়
একী খিঁচাখিঁচি রে॥

BANGLADARSHAN.COM

# বিবাগিনী

করেছ পথের ভিখারিণী মোরে কে গো সুন্দর সন্ন্যাসী।
কোন বিবাগীর মায়া-বন-মাঝে বাজে ঘর-ছাড়া তব বাঁশী;
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী॥
তবে প্রেম-রাঙা ভাঙা জোছনা
হের শিশির-অশ্রু লোচনা,
ঐ চলিয়াছে কাঁদি বরষায় নদী গৈরিক-রাঙা বসনা।
ওগো প্রেম-মহাযোগী! তব প্রেম লাগি নিখিল বিবাগী পরবাসী।
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী॥
মম একা ঘরে নাথ, দেখেছিনু তোমা ক্ষীণ দীপালোকে হীন করি!
হেরি বাহির আলোকে অনন্তলোকে একি রূপ তব মরি মরি!
দিয়া বেদনার পরে বেদনা
নাথ একি এ বিপুল চেতনা
তুমি জাগালে আমার রোদনে, অন্ধে দেখালে বিশ্বদ্যোতনা।
ওগো নিষ্ঠুর মোর! অশুভ ও-রূপ তাই এত বাজে বুকে আসি।
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী॥

BANGLADARSHAN.COM

মহিলা: ১৫ সংখ্যা: ৯ শ্রাবণ ১৩৩১

# আশীর্বাদ

কল্যাণীয়া শামসুন নাহার খাতুন

জয়যুক্তাসু

শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ
তারই বুকে নারী ব'সে আছে জ্বালি বিপদ-বাতির সিন্ধু-দীপ।
শাশ্বত সেই দীপান্বিতার দীপ হ'তে আঁখি-দীপ ভরি
আসিয়াছ তুমি অরুণিমা-আলো প্রভাতী তারার টিপ পরি।
আপনার তুমি জান পরিচয়—তুমি কল্যাণী তুমি নারী—
আনিয়াছ তাই ভরি হেম-ঝারি মরু-বুকে জম্‌জম্‌-বারি।
অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্য-রূপ—
তুমি আছ, আছে তোমারও দেবার, তব গেহ নহে অন্ধ-কূপ।
তুমি আলোকের—তুমি সত্যের—ধরার ধূলায় তাজমহল,—
রৌদ্র-তপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল!
আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম,
অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটেছ আলোকের শতদল-কুসুম।
বদ্ধ কারার প্রকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান—
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।
লহো স্নেহাশীস—তোমার 'পুণ্যময়ী'র 'শ্যাম্‌স' পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক! সুন্দর হোক! প্রতি ঘরে চির-দীপ্ত রো'ক।

হুগলী, ১৯ মাঘ ১৩৩১

BANGLADARSHAN.COM

# দেশবন্ধু

(গান)

বিশাল-ভারত-চিত্ত-রঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে
কাণ্ডারী হে, দেখাও দিশা অসীম অশ্রু সাগর-নীরে॥
নাই দিশারী নাই সেনানী, আজ জনগণ ত্রস্ত ভয়ে
ভারত কাঁদে ব্যাকুল চিত্তে তোমার চিতার ভস্ম লয়ে,
সগর দেশের হে ভগীরথ, জাগো ভাগীরথীর তীরে॥

রাজৈশ্বর্য বিলিয়ে, নিলে, হে বৈরাগী ভিক্ষা ঝুলি;
সোনার অঙ্গে মাখ্‌লে তুমি পায়ে-চলা পথের ধূলি।

দেশ জননী ত্রিংশ কোটি সন্তানেরে বক্ষে নিয়া
ভুল্‌তে নারে তোমার স্মৃতি, শূন্য তাহার মাতৃহিয়া
কে পরাবে রাণীর মুকুট বন্দিনী মা'র রিক্ত-শিরে॥

BANGLADARSHAN.COM

# দে দোল্ দে দোল্

দে দোল্ দে দোল্
জাগিয়াছে ভারত সিন্ধু-তরঙ্গে কল কল্লোল।
তুষার গলেছে রে, অটল টলেছে রে
জেগেছে পাগল রে ভেঙেছে আগল।
দে দোল্ দে দোল্॥

বন্ধন ছিল যত হ'ল খান্ খান্ রে
পাষাণ-পুরীতে ডাকে জীবনের বান রে,
মৃত্যু-ক্লান্ত আজি কুড়াইয়া প্রাণ রে
দুর্মদ যৌবন আজি উতরোল
দে দোল্ দে দোল্॥

অভিশাপ-রাত্রির আয়ু হ'ল ক্ষয় রে,
আর নাহি অচেতন আর নাহি ভয় রে,
আজও যাহা আসেনি আসিবে সে জয় রে,
আনন্দ ডাকে দ্বারে, খোল্ দ্বার খোল্
দে দোল্ দে দোল্॥

BANGLADARSHAN.COM

# সুর-কুমার

(দিলীপকুমারের ইউরোপ যাত্রা উপলক্ষ্যে)

বন্ধু, তোমায় স্বপ্ন-মাঝে ডাক দিল কি বন্দিনী
সপ্ত সাগর তের নদীর পার হতে সুর্-নন্দিনী!
বীণ্-বাদিনী বাজায় হঠাৎ যাত্রা-পথের দুন্দুভি,
অরুণ আঁখি কইল সাকি, 'আজ্‌কে সরাব মুল্‌তুবী!'

সাগর তোমায় শঙ্খ বাজায়, হাতছানি দেয় সিন্ধু-পার,
গানের ভেলায় চললে ভেসে রূপকথারই রাজকুমার!

যক্ষ-লোকে রূপার মায়ায় রূপ যথা আজ সুপ্ত হায়
লয়ে সুরের সোনায় কাঠি দিগ্‌বিজয়ে যাও সেথায়।

বন্দী-দেশের আনন্দ-বীর! আনবে তুমি জয় করি
ইন্দ্রলোকের উর্বশী নয়—কণ্ঠলোকের কিন্নরী।

BANGLADARSHAN.COM

শ্বেতদ্বীপের সুর-সভায় আজকে তোমায় আমন্ত্রণ,
অস্ত্রে যারা রণ জেতেনি বীণায় তারা জিনল মন।

কণ্ঠে আছে আনন্দ-গান, হস্ত-পদে থাক শিকল;
ফুল-বাগিচায় ফুলের মেলা, নাই-বা সেথা ফল্‌ল ফল।

বৃত্ত-ব্যাসে বন্দী তবু মোদের রবির অরুণ-রাগ
জয় করেছে যন্ত্রাসুরের মানব-মেধের লক্ষ যাগ।

ছুটছে যশের যজ্ঞ-ঘোড়া স্পর্ধা-অধীর বিশ্বময়,
তোমার মাঝে দেখ্‌ব বন্ধু নূতন করে দিগ্‌বিজয়।

বীণার তারে বিমান-পারের বেতার-বার্তা শুনছি ওই
কণ্ঠে যদি গান থাকে গো পিঞ্জরে কেউ বন্ধ নই।

চলায় তোমার ক্লান্তি তো নাই নিত্য তুমি ভ্রাম্যমান,
তোমার পায়ে নিত্য নূতন দেশান্তরের বাজবে গান।

বধূর মতন বিধুর হয়ে সুদূর তোমায় দেয় গো ডাক,
তোমার মনের এপার থেকে উঠল কেঁদে চক্রবাক!

ধ্যান ভেঙে যায় নবীন যোগী, ওপার পানে চায় নয়ন,
মনের মানিক খুঁজে ফের বনের মাঝে সর্বক্ষণ।

দূর-বিরহী, পার হয়ে যাও সাত সাগরের অশ্রুজল,
আমরা বলি—যাত্রা তোমার সুন্দর হোক, হোক সফল!

কলিকাতা, ৪ ফাল্গুন ১৩৩৩

BANGLADARSHAN.COM

# যুগের আলো

নিদ্রা-দেবীর মিনার-চুড়ে মুয়াজ্জিনের শুনছি আরাব,–
পান করে নে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব!
ঊষায় যারা চম্‌কে গেল তরুণ রবির রক্ত-রাগে,
যুগের আলো! তাদের বলো, প্রথম উদয় এমনি লাগে!
সাতরঙা ওই ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখল যারা,
তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষা-ধারা।
যুগের আলোর রাঙা উদয়, ফাগুন-ফুলের আগুন-শিখা,
সীমন্তে লাল সিঁদুর পরে আস্‌ছে হেসে জয়ন্তিকা!

ঢাকা, ১৭ ফাল্গুন ১৩৩৩

BANGLADARSHAN.COM

# অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত

জাগো–

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত॥
আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!
ভেদি' দৈত্য-কারা!
আয় সর্বহারা!
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত॥

BANGLADARSHAN.COM

কোরাস্:

নব ভিত্তি' পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!
শোন্ অত্যাচারী! শোন্ রে সঞ্চয়ী!
ছিনু সর্বহারা, হব' সর্বজয়ী॥
এই সংগ্রাম-মাঝ,
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ,
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!
এই 'অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত॥

# দ্বীপান্তরের বন্দিনী

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর?
পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন—'দেড় শত বছর।'...

সপ্ত সিন্ধু তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যেথা শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত্র-ঘাস,
যন্ত্রী যেখানে সান্ত্রী বসায়ে
বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,
সেখানে হ'তে কি বেতার-সেতার
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর?
মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী?
ধ্বংস হ'ল কি রক্ষ-পুর?
যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ-কমল?
কামান গোলার সীসা-স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শিশ-মহল?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হ'ল কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব?
তবে এ কিসের আর্ত আরতি
কিসের তরে এ শঙ্খারাব?...

সাত সমুদ্র তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দী সত্য ভানিছে ধান,

BANGLADARSHAN.COM

জীবন চুয়ানো সেই ঘানি হ'তে
আরতির তেল এনেছ কি?
হোমানল হ'তে বাণীর রক্ষী
বীর ছেলেদের চর্বি ঘি?
হায় শৌখিন পূজারী, বৃথাই
দেবীর শঙ্খে দিতেছ ফুঁ,
পুণ্য বেদীর শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু!

পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দী হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার
বাণীর মুক্ত শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারী, সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী পূজা-উপচার বহি?
সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি,
বাণীর কমল খাটিবে জেল!
তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ,
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
যুগান্তরের ধর্মরাজ?

BANGLADARSHAN.COM

তবে তাই হোক। ঢাক অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ!
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘুর্ণিপাক!

BANGLADARSHAN.COM

# পথের দিশা

চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদমায়েশির আখ্‌ড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চ'ল্‌তে কি তুই পার্‌বি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?
পার্‌বি যেতে ভেদ ক'রে এই বক্র-পথের চক্রব্যূহ?
উঠ্‌বি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়্‌ছে শুধু চিল্‌-শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোকে-শিশু কোন্‌ অভিযান ক'রবি, শুনি?
ছুঁড়ছে পাথর, ছিটায় কাদা, কদর্যের এই হোরী-খেলায়
শুভ্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট্ট-মেলায়
বাঙলা দেশও মাত্‌ল কি রে? তপস্যা তার ভুল্‌লো অরুণ?
তাড়িখানার চীৎকারে কি নাম্‌ল ধুলায় ইন্দ্র বরুণ?
ব্যগ্র-পরাণ অগ্রপথিক, কোন্‌ বাণী তোর শুনাতে সাধ?
মন্ত্র কি তোর শুন্‌তে দেবে নিন্দাবাদীর ঢক্কা-নিনাদ?

BANGLADARSHAN.COM

নর-নারী আজ কণ্ঠ ছেড়ে কুৎসা-গানের কোরাস্‌ ধ'রে
ভাব্‌ছে তা'রা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি ক'র্‌ছে জোরে?
এর মাঝে কি খবর পেলি নব-বিপ্লব-ঘোড়সাওয়ারী
আসছে কেহ? টুট্‌ল তিমির, খুল্‌ল দুয়ার পূব-দয়ারী?
ভগবান আজ ভূত হ'ল যে প'ড়ে দশ-চক্র ফেরে,
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফিরছে তেড়ে!
বাঁচাতে তায় আসছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ?
ধুলায় মলিন, রিক্তাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ?
মস্‌জিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?
জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে,
উড়ছে আজো ধর্ম-ধ্বজা টিকির গিঁটে দাড়ির ঝোপে!

নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,
থাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী,
মাতালদের ঐ ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি!

জাতির পরাণ-সিন্ধু মথি' স্বার্থ-লোভী পিশাচ যারা
সুধার পাত্র লক্ষ্মীলাভের ক'র্‌তেছে ভাগ-বাঁটোয়ারা,
বিষ যখন আজ উঠল শেষে তখন কারুর পাইনে দিশা,
বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে, স্বর্গে তাঁরা মেটান তৃষা!
শ্মশান-শবের ছাইয়ের গাদায় আজকে রে তাই বেড়াই খুঁজে,
ভাঙন-দেব আজ ভাঙের নেশায় কোথায় আছে চক্ষু বুঁজে!
রে অগ্রদূত, তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী,
আনিস্ খবর, কোথায় আমার যুগান্তরের খড়্গপাণি!

BANGLADARSHAN.COM

# বিদায়-মাভৈঃ

বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়,
বিশ্বাসী! বলো আসবে আবার প্রভাত-রবির জয়!
খণ্ড করে দেখছে যারা অসীম জীবনটাই,
দুঃখ তারাই করুক বসে, দুঃখ মোদের নাই।
আমরা জানি, অস্ত-খেয়ায় আসছে রে উদয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।
হারাই-হারাই ভয় করেই না হারিয়ে দিলি সব!
মরার দলই আগলে মড়া করছে কলরব।
ঘরবাড়ীটাই সত্য শুধু নয় কিছুতেই নয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।
দৃষ্টি-অচিন দেশের পরেও আছে চেনা দেশ,
এক নিমেষের নিমেষ-শেষটা নয়কো অশেষ শেষ।
ঘরের প্রদীপ নিবলে বিধির আলোক-প্রদীপ রয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।
জয়ধ্বনি উঠবে প্রাচীন চিনের প্রাচীরে,
অস্ত-ঘাটে বসে আমি তাই তো নাচি রে।
বিদায়-পাতা আনবে ডেকে নবীন কিশলয়,
বিশ্বাসী! বল আস্‌বে আবার প্রভাত-রবির জয়।

কলিকাতা, চৈত্র ১৩৩০

BANGLADARSHAN.COM

# সত্য-কবি

অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য যে গেল চ'লে
বীরের মতন মরণ-কারারে চরণ তলে দ'লে।
যে-ভোরের তারা অরুণ-রবির উদয়-তোরণ-দোরে
ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ আরাব প্রথম ভোরে,
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টীকা,
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায় দীপ্ত তাহারি শিখা!
মধ্য গগণে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল-ধারা
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিভে গেছে সব বাতি,
হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়-তুফানের উতরোল মাতামাতি!

হেন দুর্দিনে বেদনা-শিখার বিজলী-প্রদীপ জ্বেলে
কাহারে খুঁজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারে বারে তব দীপ নিভে যায়, জ্বাল তুমি বারে বারে,
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপিতারে চাবুক মারে!
কি ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজ শিখার কবির দীপান্বিতা?
কি নেবে গো আর? ঐ নিয়ে যাও চিতার দু'মুঠো ছাই!
ডাক দিয়ো নাক', মূর্ছিতা মাতা ধূলায় পড়িয়া আছে,
ডাক দিয়ো নাক', শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!

আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভোতলে তুমি সতী?
সত্য-কবির সত্য জননী ছন্দ-সরস্বতী?
ঝলসিয়া গেছে দু'চোখ মা তার তোরে নিশিদিন ডাকি',
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি'
সাত কোটি এই ভগ্ন কণ্ঠে; অবশেষে অভিমানী
ভর-দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী!
ডাকিছ কাহারে আকাশ-পানে ও ব্যাকুল দু'হাত তুলে?
কোল মিলেছে মা, শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী-কূলে!

BANGLADARSHAN.COM

ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,
কাল যে আছিল মধ্য গগনে আজি সে কোথায় হারায়?
সাঁঝের তারা সে দিগন্তের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ত-তোরণ-পার সে দেখায় কিরণের ইশারায়।
মেঘ-তাঞ্জাম চলে কার আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকী-পাতার খেয়া?
হুতাশিয়া ফেরে পূরবীর বায়ু হরিৎ-হুরীর দেশে
জর্দা-পরীর কনক-কেশর কদম্ব-বন-শেষে!
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ করি সে আসিবে না আর ফিরে,
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে!

'তুলির লিখন' লেখা যে এখনো অরুণ-রক্ত-রাগে,
ফুল্ল হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সব্‌জি-বাগে,
আজিও 'তীর্থরেণু ও সলিলে' 'মণি-মঞ্জুষা' ভরা,
'বেণু-বীণা' আর 'কুহু-কেকা'-রবে আজো শিহরায় ধরা,
জ্বলিয়া উঠিল 'অভ্র-আবীর' ফাগুয়ায় 'হোম-শিখা',—
বহ্নি-বাসরে টিট্‌কারি দিয়ে হাসিল 'হসন্তিকা'—
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্য-প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যাহা হ'ল ছাই!
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহাশূন্যে মিলালো ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে, সে-ই র'য়ে গেল চির-আঁকা!
উন্নতশির কালজয়ী মহাকাল হ'য়ে জোড়পাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি!

আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,
খেয়ালী বিধির ডাক এল তাই চ'লে গেল আন্‌-কাজে।
ওগো যুগে যুগে কবি, ও-মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান।
ধরায় যে বাণী ধরা নাহি দিল, যে-গান রহিল বাকী
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে, সত্য সে নহে ফাঁকি!
সব বুঝি ওগো, হারা-ভীতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি,
হয়ত বা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবি।

BANGLADARSHAN.COM

তাই ভাবি, আজ যে শ্যামার শিস খঞ্জন-নর্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুনঃ কোন্ নন্দন-বন!
চোখে জল আসে, হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ-দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।
আষাঢ়-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু-জ্বালা,
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণি-মনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি' তুমি আসিলে হে নির্ভীক,
মরণ-শয়নে চমকি' চাহিল বাঙালী নির্নিমিখ।
বাঁশীতে তোমার বিষাণ-মন্দ্র রণরণি' ওঠে, জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয়!

করোনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়াওনি মাথা, চির জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নিক' কভু, তাই
বলদর্পীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই!
যশ-লোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।
মেকীর বাজারে আমরণ তুমি র'য়ে গেলে কবি খাঁটি,
মাটির এ-দেহ মাটি হ'ল, তব সত্য হ'ল না মাটি।
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে-দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্য-বাদক বালক।

কে দিবে আঘাত? কে জাগাবে দেশ? কই সে সত্যপ্রাণ?
আপনারে হেলা করি' করি মোরা ভগবানে অপমান।
বাঁশী ও বিষান নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক-দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি।
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখোনি খাতির-দারী,
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করোনি, হওনি রাজার দ্বারী!
অত্যাচারকে বলনিক' দয়া, ব'লেছ অত্যাচার,
গড় করোনিক' নিগড়ের পায়, ভয়েতে মানোনি হার।
অচল অটল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য ক'রেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।

BANGLADARSHAN.COM

হে মহা-মৌনী, মরণেও তুমি মৌন মাধুরী পি'য়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল-করা গীতি নিয়া!
তোমার প্রয়াণে উঠিল না কবি দেশে কল-কল্লোল,
সুন্দর! শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল।

স্বর্গে বাদল মাদল বাজিল, বিজলী উঠিল মাতি',
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রাতি।
কেহ নাহি জাগি', অর্গল-দেওয়া সকল কুটীর-দ্বারে
পুত্রহারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে!
নিশীথ-শ্মশানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস পরিহিতা,
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালালো ঐ চিতা!
ভগবান! তুমি চাহিতে পার কি ঐ দু'টি নারীস পানে?
জানি না, তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে!

BANGLADARSHAN.COM

# সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥
চপল চারণ বেণু-বীণে তা'র
সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,
শেষ গান গাওয়া হ'ল নাক' আর,
উঠিল চিত্ত দুলে,
তারি ডাক-নাম ধ'রে ডাকিল কে যেন অস্ত-তোরণ-মূলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন সর্বনাশী
বিষাণ কবির গুমরি' উঠিল, বেসুরো বাজিল বাঁশী।
আঁখির সলিলে ঝলসানো আঁখি
কূলে কূলে ভ'রে ওঠে থাকি' থাকি',
মনে পড়ে কবে আহত এ-পাখী
মৃত্যু-আফিম-ফুলে,
কোন ঝড়-বাদলের এমনি নিশীথে প'ড়েছিল ঘুমে ঢুলে।
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

তার ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির বন্ধন-হারা,
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্তধারা!
ও সে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি',
অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি',
শেষে শান্তি মাগিল ব্যথা-বিদ্রোহী
চিতার অগ্নি-শূলে!
পুনঃ নব-বীনা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

BANGLADARSHAN.COM

# সব্যসাচী

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী,
গৌরশিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী!
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে 'আমি আসিয়াছি।'
নব-যৌবন-জলতরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী!

বিরাট্ কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গাণ্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে!
বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য,
সাজে রথাশ্ব, হাঁকিছে সৈন্য,
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে,
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অনুরাগে!

BANGLADARSHAN.COM

যুগে যুগে ম'রে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্মতি কুরুসেনা,
দুর্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা!
লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে,
ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা যে চির-চেনা!
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা?

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কাল তারা পদানত।
আজি সম্রাট্ কালি সে বন্দী,
কুটীরে রাজার প্রতিদ্বন্দী!
কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ যারে করে পদাহত!

আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা কাল তারে বলে পিতা,
চির-বন্দিনী হতেছে সহসা দেশ-দেশ-নন্দিতা।

দিকে দিকে ঐ বাজিছে ডঙ্কা,
জাগে শঙ্কর বিগত-শঙ্কা!
লঙ্কা সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারত-লক্ষ্মী সীতা,
জ্বলিবে তাঁহারি আঁখির সুমুখে কাল রাবণের চিতা!

যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি,
যুগে যুগে হ'ন শ্রীভগবান্ যে তাঁহারই রথ-সারথি!
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্‌গাতা
ন্যায়-পাণ্ডব-সৈন্যের দাতা।
অশিব-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা-সতী,
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি!

নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগো রে জোয়ান! ঘুমায়ো না ভূয়ো শান্তির বাণী শুনি–
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,
দানব দৈত্য তবু মরে নাই,
সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুণি!
জাগো রে জোয়ান! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!

BANGLADARSHAN.COM

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি'
এস নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি!
পূজা ক'রে শুধু পেয়েছি কদলী,
এইবার তুমি এস মহাবলী।
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি',
আর সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

মশা মেরে ঐ গরজে কামান–'বিপ্লব মারিয়াছি।
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি!'
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি!
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি!

হুগলী, কার্তিক ১৩৩২

# হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ

মাভৈঃ! মাভৈঃ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান!
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা-জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান!

মরিছে হিন্দু, মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ-মরণে নাহি লাজ।
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।
আজি পরীক্ষা-কাহার দন্ত হয়েছে কত দারাজ!
কে মরিবে কাল সম্মুখে-রণে, মরিতে কা'রা নারাজ।

BANGLADARSHAN.COM

মূর্চ্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল,
উঠবে অমৃত, দেরি নাই আর, উঠিয়াছে হলাহল।
থামিসনে তোরা, চালা মন্থন!
উঠেছে কাফের, উঠেছে যবন;
উঠিবে এবার সত্য হিন্দু-মুসলিম মহাবল।
জেগেছিস তোরা, জেগেছে বিধাতা, ন'ড়েছে খোদার কল।

আজি ওস্তাদে-শাগরেদে যেন শক্তির পরিচয়।
মেরে মেরে কাল করিতেছে ভীরু ভারতের নির্ভয়।
হেরিতেছে কাল,—কবজি কি মুঠি
ঈষৎ আঘাতে পড়ে কি-না টুটি',
মারিতে মারিতে কে হ'ল যোগ্য, কে করিবে রণ-জয়!
এ 'মক্ ফাইটে' কোন্ সেনানীর বুদ্ধি হয়নি লয়!

ক' ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ-কাঁথা!
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসি, বকিছে প্রলাপ যা-তা!
হায়, এই সব দুর্বল-চেতা

হবে অনাগত বিপ্লব-নেতা!
ঝড় সাইক্লোনে কি করিবে এরা! ঘূর্ণিতে ঘোরে মাথা?
রক্ত-সিন্ধু সাঁতরিবে কা'রা-করে পরীক্ষা ধাতা।

তোদেরি আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির মস্‌জিদ,
পরাধীনদের কলুষিত ক'রে উঠেছিল যার ভিত!
খোদা খোদ যেন করিতেছে লয়
পরাধীনদের উপাসনালয়!
স্বাধীন হাতের পূত মাটি দিয়া রচিবে বেদী শহীদ।
টুটিয়াছে চূড়া? ওরে ঐ সাথে টুটিছে তোদের নিঁদ!

কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার!
উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বদ্ধ করিয়া দ্বার!
ভারত-ভাগ্য ক'রেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার!

যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া!
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ-জেগেছে তো তবু-বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া!

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥